বাংলাদেশ জিআইএস প্ল্যাটফর্ম (বিজিআইএসপি) গাইডলাইন

(মনোগ্রাম)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

ক্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	ভূমিকা	২
২।	উদ্দেশ্য	৩
৩।	মৌলিক কার্যক্রম:	৪
৪।	বাংলাদেশ জিআইএস প্ল্যাটফর্ম (বিজিআইএসপি) পরিচালনা কমিটির গঠন কাঠামো	৪
৫।	কারিগরি কমিটি	৫
৬।	Geospatial data ব্যবস্থাপনা	৫
৭।	Geospatial তথ্য সরবরাহ ও নিরাপত্তা	৬
	(ক) তথ্য বিতরণ (Dissemination)	৬
	(১) গ্রহণযোগ্যতা	৬
	(২) গোপনীয়তা	৬
	(৩) আইনের প্রতি আনুগত্য	৬
	(খ) তথ্য নিরাপত্তা (Security)	৭
৮।	তথ্যের অভিন্ন মান (Standardization)	৭
৯।	তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের অনুপযুক্ততা (Limitations)	৭
১০।	জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালার বাস্তবায়ন (Implementation)	৮
১১।	ফ্লো চার্ট	৮

বাংলাদেশ জিআইএস প্ল্যাটফর্ম (বিজিআইএসপি) গাইডলাইন

১। ভূমিকা

ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থান সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য Geographic Information System (GIS) প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীর বহুদেশ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ নানাধরণের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে Geospatial Database এর সাথে Statistics এর সমন্বয় ঘটিয়ে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারিত করছে। বিশেষ করে ভূমির ব্যবহার, নগর পরিকল্পনা, আদম শুমারি, পরিবহণ, বন, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, বিভিন্ন সেবাখাতে জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও জিআইএস প্রযুক্তি নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যাচ্ছে।

বর্তমানে যেসব সংস্থা জিআইএস কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তাদের মধ্যে তেমন কোন সমন্বয় না থাকার ফলে একদিকে যেমন দ্বৈততা সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। ফলে, জিআইএস সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রম কাঙ্খিত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক তথ্যের আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরী। দেশের সকল জিআইএস তথ্য/উপাত্ত প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং তাদের প্রস্তুতকৃত তথ্য/উপাত্ত একই স্থানে সংরক্ষণ করে জনগণের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন অত্যন্ত জরুরী। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর (থ) উপ-ধারাবলে জিআইএস কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং তাদের প্রস্তুতকৃত তথ্য-উপাত্ত একই স্থানে সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী করে বিতরণের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর স্মারক নং ৫২.০০৮.০১১.০৮.০০.৭০০.২০১৩-২৭১/২ তারিখ: ৩০/০৬/২০১৬ মূলে বাংলাদেশ জিআইএস প্ল্যাটফর্ম (বিজিআইএসপি) গঠন করা হয়।

২। উদ্দেশ্য

ক) জিআইএস সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মৌলিক কাঠামো প্রস্তুতকরণ;
খ) জিআইএস তথ্য ব্যবহারে সঠিক মানদন্ড তৈরী ও ব্যবহার সম্পকিত নির্দেশনা প্রদান;
গ) জিআইএস সংক্রান্ত কর্মসংস্থানের পরিধি বৃদ্ধি এবং নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতা ও মান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
ঘ) তথ্য ও মানচিত্র তৈরীর প্রক্রিয়া ও নিয়মে একক সংগতি রাখতে দিক-নির্দেশনা প্রদান;
ঙ) ওয়েব এপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্য ও মানচিত্র প্রচার ও বিতরণে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন;
চ) তথ্য ও মানচিত্র বিতরণ বা Sharing করার ক্ষেত্রে উত্তম চর্চার (Good Practice) সন্ধান এবং সেগুলো বাস্তব উপযোগী করে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহায়তা প্রদান;
ছ) জাতীয় পর্যায়ে জিআইএস সংক্রান্ত METADATA তৈরী করতে সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধন।

৩। মৌলিক কার্যক্রমঃ

(১) প্রাথমিকভাবে বিবিএস একটি ডাটা মাইনিং প্রতিষ্ঠা করে দেশের সকল জিআইএস সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

(২) বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে জিআইএস প্লাটফর্ম পরিপত্রে বর্ণিত কার্যাবলীর পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিবর্জন করতে পারবে;

(৩) প্রতি তিন মাসে প্লাটফর্মের ন্যুনতম ১টি সভা অনুষ্ঠিত হবে;

(৪) এনএসডিআই এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৫) জিআইএস সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালিত সংস্থাগুলোর মধ্যে প্লাটফর্মের পক্ষ থেকে নানা ধরনের উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান করা হবে;

(৬) প্লাটফর্মটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন, জিআইএস দিবস প্রবর্তন, জিআইএস মেলা, রোড শো, সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করবে;

(৭) প্লাটফর্মটি একটি ওয়েবসাইট তৈরী করে এর মাধ্যমে জিআইএস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও বিতরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৮) গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার্থে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রিমোট সেন্সিং ও জিআইএসভিত্তিক গবেষণায় বিজিআইএসপি উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। বিজিআইএসপি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে, এক্ষেত্রে যেকোন নিবন্ধিত সংস্থা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে জরিপ, ম্যাপিং এবং তৎসম্পর্কিত যেকোন ক্ষেত্রে অসামান্য কাজেও উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করবে।

৪। বাংলাদেশ জিআইএস প্ল্যাটফর্ম (বিজিআইএসপি) পরিচালনা কমিটির গঠন কাঠামোঃ

(১) অতিরিক্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	সভাপতি
(২) উপমহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য
(৩) প্রতিনিধি, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	সদস্য
(৪) প্রতিনিধি, সার্ভে অব বাংলাদেশ	সদস্য
(৫) প্রতিনিধি, এটুআই কর্মসূচী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(৬) প্রতিনিধি,স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৭) প্রতিনিধি,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৮) প্রতিনিধি, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
(৯) প্রতিনিধি, তথ্য প্রযুক্তি অধিদপ্তর	সদস্য
(১০) প্রতিনিধি, বন অধিদপ্তর	সদস্য
(১১) প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
(১২) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)	সদস্য
(১৩) প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য

(১৪) প্রতিনিধি, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা	সদস্য
(১৫) প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএ (BIWTA)	সদস্য
(১৬) প্রতিনিধি, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI)	সদস্য
(১৭) প্রতিনিধি, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
(১৮) প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (RDA), বগুড়া	সদস্য
(১৯) প্রতিনিধি, সিইজিআইএস (CEGIS), ঢাকা	সদস্য
(২০) প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২১) প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২২) প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৩) প্রতিনিধি, নগর ও আঞ্চলিক ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৪) প্রতিনিধি, নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট	সদস্য
(২৫) প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৬) প্রতিনিধি, বিশ্বব্যাংক, ঢাকা অফিস	সদস্য
(২৭) প্রতিনিধি, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ঢাকা অফিস	সদস্য
(২৮) প্রতিনিধি, ইউএনএফপিএ, ঢাকা	সদস্য
(২৯) প্রতিনিধি, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ঢাকা	সদস্য
(৩০) প্রতিনিধি, ইউএনডিপি, ঢাকা	সদস্য
(৩১) পরিচালক, সেন্সাস উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য
(৩২) পরিচালক, কম্পিউটার উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য-সচিব

কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়াদি ছাড়াও অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়াদিও পরীক্ষা করবে;

(১) কমিটি "সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিজিআইএসপি বিধিমালা, ২০১৪" এর আলোকে প্রয়োজনীয় কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) কমিটি আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান স্প্যাশিয়্যাল (Spatial) ডাটা তৈরী ও ব্যবহার করছে কিনা তা পরিবীক্ষণ;

(৩) কমিটি প্রয়োজন মনে করলে যেকোন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণ;

(৪) সদস্য সংস্থার সাথে সমন্বয়করণ ও নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ;

(৫) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমজাতীয় প্ল্যাটফর্মের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহযোগিতাকরণ;

(৬) দ্বৈততা পরিহার ও ইন্ট্রিগ্রেশন;

(৭) জাতীয় পর্যায়ের জিআইএস ডাটার মান নির্ধারণ (Projection, Scale, Quality etc.)

(৮) জিআইএস কার্যাদি পরিচালনার জন্য এতদসম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরী এবং গণযোগাযোগ বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন কর্মশালা, সভা, সেমিনার,, মেলা, ইত্যাদির আয়োজন;

(৯) জিও ওয়েবপোর্টাল (www.bgisp.gov.bd) স্থাপন ও পরিচালনা;

(১০) বিজিআইএসপি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন কমিটি গঠনও তার কার্যাবলী প্রণয়ন;

(১১) বিজিআইএসপি'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজস্ব খাত, উন্নয়ন সহযোগী, দেশী-বিদেশী ও অন্যান্য সংস্থা থেকে অর্থায়নের ব্যবস্থাকরণ;

(১২) কর্মভিত্তিক গাইডলাইন (জিওপোর্টাল গাইডলাইন, সদস্যভুক্তি/ব্যবহার গাইডলাইন, জিআইএস/মেটাডাটা গাইডলাইন, দূরঅনুধাবন গাইডলাইন, প্রক্ষেপণ গাইডলাইন) প্রভৃতি প্রণয়ন;

(১৩) NSDI এর সাথে সমন্বয় সাধন।

৫। কারিগরি কমিটি:

নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে বিজিআইএসপি'র এককটি কারিগরি কমিটি গঠিত হবে:

(১) পরিচালক (কম্পিউটার উইং)	সভাপতি
(২) প্রতিনিধি, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	সদস্য
(৩) প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা/জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৪) প্রতিনিধি, কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা//-----বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৫) প্রতিনিধি,, ওয়াসা	সদস্য
(৬) সিনিয়র মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনীয়ার, বিবিএস	সদস্য
(৭) সিনিয়র প্রোগ্রামার, বিবিএস	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যাবলী:

(১) প্রতি দু' মাসে কমিটি একবার সভা করবে;

(২) কমিটি জিআইএস সংক্রান্ত ডাটা সংগ্রহ করার জন্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থা চিহ্নিত করবে;

(৩) প্রত্যাশী সংস্থা কোন ফরম্যাটে ডাটা প্রাথমিক ডাটা সংগ্রহপূর্বক কোন ফরম্যাটে প্ল্যাটফরমে প্রেরণ করবে, সে ফরম্যাট প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন্য বিজিআইএসপি পরিচালনা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। অনুমোদিত ডাটা প্ল্যাটফরমের ওয়েবসাইটে আপলোড করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৪) প্ল্যাটফরমের ওয়েবসাইটটি নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণসহ দেশী/বিদেশী এতদসংক্রান্ত উত্তম চর্চাগুলো সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে আপলোড করবে;

(৫) কমিটি প্ল্যাটফরমের উন্নয়নে ।কংবা জাতীয় প্রয়োজনে মূল কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

৬। Geospatial data ব্যবস্থাপনা:

(১) জিওসিপিটিমিক ডেটা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিজিআইএসপি জাতীয় স্থানিক ডেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং রক্ষণাবেক্ষণ, সম্প্রচারের সুসংহত ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং পূর্ববর্তী তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিলিপি হ্রাস করে সকল ব্যবহারকারীর মধ্যে Geospatial data নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে;

(২) জিওডেটিক ডেটা সহ সমস্ত মৌলিক তথ্য, মাধ্যাকর্ষণ তথ্য, চৌম্বকীয় তথ্য, ভূ-সংস্থানগত বা ভৌগোলিক তথ্য, বায়বীয় ফটোগ্রাফ এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক রেকর্ড এনালগ বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত বিষয়দি বিজিঅআইএসপি ন্যাশনাল ডাটা ফরমেটে সংরক্ষণ করবে। উক্ত নির্দিষ্ট ফরমেটে নিবন্ধিত সংস্থা তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তথ্যসমূহ বিজিআইএসপি সার্ভারে সংগ্রহ রাখবে। তবে সংস্থাসমূহের শ্রেণীকৃত উপাত্ত বিজিআইএসপিতে শেয়ারিং করার প্রয়োজন হবে না ।

৭. Geospatial তথ্য সরবরাহ ও নিরাপত্তাঃ

জিওস্প্যাসিয়াল তথ্য সরবরাহ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী লক্ষ্য রাখতে হবে:

(ক) তথ্য বিতরণ (Dissemination)

(১) গ্রহণযোগ্যতাঃ

যে কোন সরকারি তথ্য বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রদত্ত তথ্যের বিষয়ে ব্যক্তিগত কিংবা নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণপূর্বক তার যথার্থতা, স্বচ্ছতা, সহজলভ্যতা ও সুস্পষ্টতা নিশ্চিত করবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা এসব বিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা, ব্যবহারযোগ্যতা যাচাই এবং প্রমাণপত্র সংরক্ষণ করে তথ্য বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) গোপনীয়তাঃ

(কক) বিশেষ প্রয়োজনে তথ্য বিতরণের ক্ষেত্রে আইনের বিধি-বিধান পরিপালন ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত বা নাগরিক গোপনীয় তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার বা বিতরণ করা যাবে না। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ে নাগরিকের সন্তোষজনক চাহিদার বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। বিশেষতঃ যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য বিতরণ করা প্রয়োজন হবে সে সকল ক্ষেত্রে কার্যক্রম সম্পাদনের প্রয়োজনে শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত উপাত্ত হস্তান্তর করা কিংবা তা ব্যবহারের জন্য বিবেচনা করা যাবে।

(খখ) তথ্য গোপনীয়তার (Confidentiality) ক্ষেত্রে যেকোন প্রকার তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, 2009; The Official Secrets Act, 1923-এর বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) আইনের প্রতি আনুগত্যঃ

(কক) প্রতিটি ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রেখে তথ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনগত বিধিবিধান অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং সংস্থার নিজস্ব প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

(খখ) সমস্ত তথ্য আদান প্রদানে বিজিআইএসপির নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। শ্রেণীবদ্ধ তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরবরাহ করা হবে এবং একই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিজিআইএসপিতে ফেরত পাঠানো হবে;

(গগ) সরকার কর্তৃক লিখিত অনুমোদন ছাড়া বিদেশী পরামর্শদাতা, সংস্থা বা সংস্থার কোন শ্রেণীবদ্ধ মানচিত্র এবং তথ্য ব্যবহার করা যাবে না;

(ঘঘ) কোন গোপন বা সীমাবদ্ধ ম্যাপ বাংলাদেশ এর বাইরে কোন ফরেমেটে রপ্তানি করা যাবে না।

(৫) তথ্য নিরাপত্তা (Security):

এই নীতিমালা তথ্যের মালিকানা সম্পর্কিত ও তথ্যের সংরক্ষণ সিস্টেমের নিরাপত্তার জন্য একটি কম্পিউটারইজড নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তাসহ তথ্যের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ইনস্টলেশন, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংগৃহীত তথ্যের আন্তর্জাতিক মানসম্মত নিরাপত্তা বিষয়ক একটি সাধারণ গাইডলাইন তৈরি করা হবে। এছাড়া বিশেষ ধরনের তথ্যের জন্য আরও সুনির্দিষ্ট বিধান অনুসরণ করে তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার্থে কোন সেবা বা তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা সংরক্ষণ করতে হবে। পেশাজীবী হ্যাকার ও সমাজ বিরোধীদের অপরাধ দমনের জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের আওতায় তার শাস্তির ব্যবস্থা করা।

৮. তথ্যের অভিন্ন মান (Standardization):

ভবিষ্যতে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক পরিসরে দেশের মৌলিক তথ্য উপাত্তের মান উন্নয়নের জন্য সমন্বিত এবং মানসম্মত তথ্য/উপাত্তের প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে তথ্যের অভিন্ন মান উন্নয়ন প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে Very Large Scale Integration (VLSI) এর মাধ্যমে বিশাল আকৃতির ডাটাবেইজ ও এপ্লিকেশন তৈরি হবে। তাই সরকারিভাবে মৌলিক তথ্য উপাত্তের অভিন্ন মান বজায় রাখা প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তির কৌশলগত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে তথ্যের পূর্বাপর সূত্র, আন্তঃসংযোগ ও আন্তঃক্রিয়াশীল থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বেশিরভাগ সময়ে এডহক পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ধরনের তথ্য সরকারি একাধিক সংস্থা ব্যবহার করে থাকে। তাই সকল পর্যায়ে তথ্যের অভিন্ন মান নিশ্চিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন (Coordination) বর্তমান বিশ্বের তথ্যের অবাধ প্রবাহের বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে মোবাইল কমিউনিকেশন এবং ইন্টারনেটভিত্তিক কমিউনিকেশন উল্লেখযোগ্য। এসব পদ্ধতি দ্বারা এম-সার্ভিস এবং ই-সার্ভিসের মাধ্যমে পরিসংখ্যানগত তথ্যের আদান-প্রদান ও তথ্যের সঞ্চালন হয়ে থাকে। এসব পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান, তথ্যের নিরাপত্তা, তথ্যের নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের অনুপযুক্ততা (Limitations):

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে:

(ক) এই নীতিমালায় প্রণীত নীতিসমূহ অনুসরণে ব্যর্থতা;

(খ) জাতীয় আদর্শ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কোন প্রকার ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অবমাননা বা ব্যঙ্গ কিংবা বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ অথবা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অখণ্ডতা বা সংহতি ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন প্রবণতা;

(গ) বিচ্ছিন্নতা বা অসন্তোষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতি, শ্রেণি বা লিঙ্গ বিদ্বেষ অথবা কোন ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ, অবমাননা বা আক্রমণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ বা মতাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষ বা বিভেদ সৃষ্টি;

(ঘ) কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বা মর্যাদা হানিকর তথ্য প্রদান;

(ঙ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের সামরিক বা সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস;

চ) ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত সৃষ্টি এবং আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে উৎসাহ প্রদান করতে পারে বা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গে প্রলুব্ধ করে;

(ছ) সশস্ত্র বাহিনী অথবা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত দায়িত্বশীল অন্য কোন বাহিনীসহ সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতি কটাক্ষ, বিদ্রূপ বা অবমাননা, অপরাধ নিবারণ ও নির্ণয়ে অথবা অপরাধীদের দণ্ড বিধানে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের হাস্যস্পদ করে তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে;

(জ) কোন বিদেশি রাষ্ট্রের অনুকূলে এমন ধরনের তথ্য যা বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে বিরোধের কোন বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে কিংবা একটি বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন ধরনের প্রচারণা যার ফলে সেই রাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ক্ষতি হতে পারে।

৯. জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালার বাস্তবায়ন (Implementation)

(ক) তথ্য ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে;

(ঘ) এ কমিটি জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণসহ আইন, এর আলোকে প্রণীত বিধি-বিধান ও NSD এ বর্ণিত পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের বিষয়ে সমন্বয় সাধন করবে;

(ঙ) কমিটি সময় সময় বৈঠক করে নীতিমালা বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন করবে এবং এর যথার্থ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে;

(চ) সময়ের প্রয়োজনে নীতিমালাটি প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজনের উদ্দেশ্যে পুনঃমূল্যায়ন করা যাবে।

১০. ফ্লো চার্ট

ধাপ	বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত
১	বিজিআইএসপি পরিচালনা কমিটি'র সিদ্ধান্ত	বিজিআইএসপি পরিচালনা কমিটি
২	প্রত্যাশী সংস্থার সাথে বৈঠক এবং ডাটা প্রেরণের ফরম্যাট প্রেরণসহ অনুরোধ জ্ঞাপন	কারিগরি কমিটি
৩	প্রত্যাশী সংস্থাকে ডাটা প্রেরণে সহায়তা প্রদান	কারিগরি কমিটি
৪	কারিগরি কমিটি কর্তৃক ডাটা পরীক্ষা	কারিগরি কমিটি
৫	পরিক্ষীত ডাটা বিজিআইএসপি পরিচালনা কমিটি'র নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন	কারিগরি কমিটি
৬	বিজিআইএসপি পরিচালনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ডাটা ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কারিগরি কমিটি
৭	সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ব্যক্তিগর্গের নিকট থেকে ডাটার মান ও সহজপ্রাপ্যতা বিষয়ে মতামত গ্রহণ, জবাব প্রেরণ এবং নিরন্তর ডাটার মান উন্নয়ন	কারিগরি কমিটি